প্রাচীন রোমে ক্রীতদাস ব্যবস্থা

প্রাচীন রোমান সভ্যতার অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল ক্রীতদাস **প্রথা। সমাজে** দাসেদের অবস্থানের ক্ষেত্রে প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে তারতম্য ছিল। **প্রাচীন মিশর** ও মেসোপটেমিয়ায় দাসেদের অস্তিত্ব ছিল ; তাই এই অঞ্চলগুলির **বৈশিষ্ট্য** ছিল 'দাস বিশিষ্ট সমাজ' (society with slaves)। কিন্তু প্রাচীন গ্রিসে এবং **আরও** তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রাচীন রোমে উৎপাদন ব্যবস্থা ও গার্হস্থ্য বিলাসিতা ছিল **সম্পূর্ণ** দাসশ্রমের ওপর নির্ভরশীল। তাই প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজকে 'দাস **সমাজ'** (slave society) হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

কিন্তু কীসের ভিত্তিতে একটি সমাজকে দাস সমাজ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়? বহু ঐতিহাসিক মনে করেন সমগ্র জনসংখ্যার সঙ্গে দাসেদের সংখ্যার আনুপাতিক হার এক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। আর এই অনুপাত ২০ শতাংশ থেকে ৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে, যদিও এই হিসেব কিছুটা একতরফাভাবে করা। তবে একথা প্রশ্নাতীতভাবে প্রমাণিত যে প্রাচীন গ্রিস ও রোমে সুপরিকল্পিতভাবে সস্তা শ্রমের অনুসন্ধানের কারণে একটা দাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও দাসপ্রথার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়েছিল, এবং সমাজে তা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। পেরি অ্যান্ডারসন (Perry Anderson) তাঁর *Passages from Antiquity to Feudalism* (1974) গ্রন্থে বলেছেন দাসভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা তার পূর্ণ শক্তি নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল রোমে। প্রাচীন রোমে সমগ্র জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশই ছিল দাস। রোমের সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে শুরু করে রোমান কৃষি, বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রেই দাসেদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। দাসশ্রম থেকে আসা উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন প্রাচীন রোমান এলিটদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার প্রধান উপকরণ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে লিখিত লাতিন আইনগ্রন্থ *Twelve Tables* (৪৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)-এ প্রথম রোমের দাসব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত রোমে ক্রীতদাস প্রথার অস্তিত্ব ছিল। এই সহস্র বছর ধরে রোমান সমাজ ও অর্থনীতিতে দাসেদের সংখ্যা ও ভূমিকা বারংবার পরিবর্তিত হয়েছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের মধ্যভাগে ও অন্তিমলগ্নে উৎপাদন ব্যবস্থায় দাসেদের নিয়োগ রোমান অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছিল। তবে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রোমের সমাজ ও অর্থনীতি অসম্ভব দাস নির্ভর হয়ে উঠেছিল। কীথ ব্র্যাডলি (Keith Bradley) তাঁর *Slavery and Society at Rome* (1944) গ্রন্থে এই সময়কালকে রোমান দাসব্যবস্থার "কেন্দ্রীয় অধ্যায়" (Central period) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। এ ধরনের আখ্যানের অন্যতম প্রধান কারণ—এই সময়ে রোমের দাসপ্রথা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তথ্যের প্রাচুর্য।

নানা কারণে রোমে সাধারণ মানুষকে দাসে পরিণত করা হয়েছিল। অন্যতম প্রধান উৎস ছিল—যুদ্ধবন্দি পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের দাসে পরিণত করা হত। প্রায় একইরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জলদস্যুরা প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশুদের ধরে গিয়ে নিয়ে তাদের দাস হিসেবে বিক্রি করত। বহু ক্ষেত্রে পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত অবাঞ্ছিত সন্তানদেরও দাসে রূপান্তরিত করা হত। কতকগুলি অপরাধের শাস্তি হিসাবেও দাসে রূপান্তরকরণের প্রক্রিয়ার প্রচলন রোমে ছিল। রোমের বাজারে দাস ব্যবসা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে রোমান অভিজাতরা অনায়াসেই দাস সংগ্রহ করতে পারত। তাছাড়া আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—দাসী মাতার সন্তান অবশ্যই জন্মসূত্রে দাস হত ; আর এইভাবে রোমে দাসেদের অস্তিত্ব দীর্ঘায়িত হয়েছিল।

দাসেদের উপরোক্ত উৎসগুলির মধ্যে কোন্ উৎস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, সে বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসুবিধাজনক। তবে যুদ্ধবন্দিদের দাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। রোমান প্রজাতন্ত্রের যুগে প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যে দিগন্ত বিস্তৃত রোমান সাম্রাজ্যের জন্ম হয়েছিল। হিংসাশ্রয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে রোমান বিজয়ীরা সাম্রাজ্য বিস্তার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বহু সংখ্যক মানুষকে তারা যুদ্ধবন্দি করে দাসে পরিণত করেছিল। কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন প্রজাতন্ত্রের অবসানের পর রোমান সাম্রাজ্যের যুগে দাসেদের সংখ্যা কিছুটা হলেও হ্রাস পেয়েছিল। কিন্তু বিশেষ তথ্য প্রমাণ তাঁরা তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে রাখতে পারেননি। বস্তুত রোমান সাম্রাজ্যের সময়েও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়নি। নির্মম যুদ্ধবিগ্রহের মাধ্যমে পরাজিত অঞ্চলের যুদ্ধবন্দিদের নিয়ে এসে তাদের দাসে পরিণত করার রেওয়াজ তখনও চালু ছিল। সুতরাং রোমান সম্রাটদের আমলে দাসের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার কোনো আপাত কারণ নেই। কীথ ব্র্যাডলিকে অনুসরণ করে বলা যেতে পারে প্রাচীন রোমের দাসপ্রথা রোমান সাম্রাজ্যবাদের ফসল।

প্রাচীন রোমে নানাবিধ কাজে দাসেদের নিয়োগ করা হত। প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায় মোটামুটি পাঁচ ধরনের কাজে দাসরা নিযুক্ত হত ঃ গার্হস্থ্য কর্মে নিযুক্ত দাস, সাম্রাজ্যিক ও সরকারি কাজের সঙ্গে যুক্ত দাস, শহরে কারিগরি শিল্পে কর্মরত দাস, কৃষিকাজে নিযুক্ত দাস এবং খনিতে কর্মরত দাস। রোমান অভিজাতরা তাদের গৃহে নিযুক্ত দাসেদের দিয়ে অত্যাবশ্যক কাজ এবং তাদের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য নানা ধরনের কাজ করাত। অনেক সময় একজন রোমান অভিজাতর গৃহে ১০০ থেকে ১৫০ জন দাস নিয়োগ করা হত। অভিজাতদের মালিকানাধীন কৃষিজমি ও খনিতে নিযুক্ত দাসেরা ছিল এই সংখ্যার বাইরে। গার্হস্থ্য কর্মে নিযুক্ত দাসেদের দিয়ে প্রায় ৫৫ রকম কাজ করানো হত। গার্হস্থ্য দাসপ্রথার বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান সম্রাটের গৃহে নিযুক্ত দাসদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল, যাকে বলা হত familia Caesaris। সম্রাটের গৃহে অসংখ্য দাস নিযুক্ত থাকত এবং তাদের অনেকেই প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

শহরাঞ্চলে কারিগরি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত দাসেরা ছিল প্রাচীন রোমান অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এদের কেউ ছিল কর্মকার, কেউ বা প্রস্তর শিল্পের সঙ্গে যুক্ত স্থপতি, আবার কেউ জুতো তৈরি করত এবং কেউ ছিল বেকারিতে নিযুক্ত খাদ্য প্রস্তুতকারক। অনেক সময় নগরের গণিকাদেরও এই পর্যায়ে ফেলা হত। উপরোক্ত কাজগুলিতে নিযুক্ত দাসেরা অনেক সময় সরাসরি মালিকের তত্ত্বাবধানে কাজ করত, আবার কখনও মালিক নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের (supervisor) অধীনেও কাজ করত। এই তত্ত্বাবধায়করাও ছিল দাস।

প্রাচীন রোমের কৃষি অর্থনীতি প্রায় পুরোটাই ছিল দাসশ্রমের ওপর নির্ভরশীল। কাটো, ভারো, কলুমেল্লা প্রমুখ প্রাচীন রোমান লেখকদের বিবরণ থেকে জানা যায় দাসেরা কেবল সরাসরি কৃষিজ উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত থাকত না; বহু দাসই অভিজাতদের মালিকানাধীন কৃষি খামারগুলির পরিচালনার দায়িত্বে ছিল, অর্থাৎ তারা খামারগুলির উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করত। তাদের বলা হত 'ভিলিকাস' (vilicus) অর্থাৎ খামারের ব্যবস্থাপক (farm manager)।

রোমান প্রজাতন্ত্রের শেষ দিকে কৃষিক্ষেত্রে সস্তা দাসশ্রমের প্লাবন লক্ষ করা যায়। রোমান অভিজাতদের মালিকানাধীন বৃহদায়তন কৃষিজমিগুলিকে তথা বড়ো জমিদারিগুলিকে বলা হত ল্যাটিফানডিয়া (Latifundia)। কেবল রোমেই নয়, ইতালির অন্যান্য অঞ্চলে, স্পেনে, গলে এবং আফ্রিকান প্রদেশের ল্যাটিফানডিয়াগুলিতে অসংখ্য দাস কৃষিকাজে নিযুক্ত ছিল। দাসশ্রমের ওপর নির্ভরশীল কৃষিক্ষেত্রে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন রোমান অভিজাতদের সম্পদশালী করে তুলেছিল। রোমান অভিজাতরা অধিকাংশই শহরাঞ্চলে বাস করত এবং দাসশ্রম থেকে আসা বিপুল পরিমাণ সম্পদ

তারা বিলাস ও বৈভবে ব্যয় করত। অক্টাভিয়ান বা অগাস্টাস সিজারের শাসনকালে রোমে শান্তি শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার উন্নতি ঘটেছিল। এই সুযোগে রোমের শাসকশ্রেণি আরও বেশি করে সম্পদ অর্জন করেছিল।

এখানে উল্লেখ করা জরুরি যে বৃহৎ ও ধনী ভূস্বামীদের বিষয়ে ধ্রুপদী গ্রিস ও প্রাচীন রোমের মধ্যে কোনোরকম তুলনাই চলে না। গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলিতে বড়ো জমিদারির আয়তন হত খুব বেশি হলে ৭৫ থেকে ১০০ একর। ১০০ একরের অধিক আয়তনের জমিদারি প্রাচীন গ্রিসে প্রায় ছিলই না। সেখানে একটি সাধারণ রোমান ল্যাটিফানডিয়ার আয়তন হত ৩০০০ একর বা তারও বেশি। প্রাচীন সূত্র থেকে জানা যায়—খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে একজন রোমান ভূস্বামীর মালিকানাধীন ২ লক্ষ একর জমিদারি ছিল। আরও জানা যায় যে, রোমান সম্রাট নিরোর রাজত্বকালে (৫৪-৬৮ খ্রিস্টাব্দ) সমগ্র আফ্রিকান প্রদেশের অর্ধেক ছিল মাত্র ৬ জন রোমান অভিজাত মালিকানাধীন। এই অবিশ্বাস্য পরিমাণ বিপুল সম্পত্তির উৎস ছিল সস্তা দাসশ্রম।

রোমান আইন দাসেদের মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি নির্ধারণের ক্ষেত্রে রোমান আইন অনেক বেশি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিল এবং তা দাসেদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। রোমান আইন অনুযায়ী দাস বা slave-দের সাধারণভাবে বলা হত 'সার্ভাস' (servus)। তবে দাসমালিকরা তাদের মালিকানাধীন দাসেদের বিদ্রুপাত্মক ভঙ্গিতে পার্সিয়ান, মিশরীয় (Egyptian) ইত্যাদি নামেও অভিহিত করত। দাসেদের ওপর মালিকের কর্তৃত্ব ছিল নিরঙ্কুশ। তারা ছিল মালিকের মালিকানাধীন পণ্য, যাদের যখন তখন কেনাবেচা করা যেত। অধিকার দূরের কথা, সমাজে আদৌ কোনো স্থান দাসেদের ছিল না। রোমান রাষ্ট্র তার আইন ও আইনি প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক দাসেদের ওপর সম্পদশালী শ্রেণির নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল। উৎপাদনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দাসেদের কঠোর শ্রম দিতে হত। বীজবপন ও শস্য সংগ্রহের সময় তাদের দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করতে হত। শস্য পেষাই-এর সঙ্গে যুক্ত দাসেদের ঘাড়ের সঙ্গে কাঠের চাকা বেঁধে দেওয়া হত। শীতের সময় দাসেরা সামান্য কাপড় পেত, যার দ্বারা শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল না। এই রোমান ক্রীতদাস ব্যবস্থার মধ্যে অমানবিকতার চরম পরাকাষ্ঠা প্রতিফলিত হয়েছিল।

রুপোর খনিতে নিযুক্ত দাসেদের অবস্থা ছিল আরও খারাপ। রুপোর খনিগুলিতে প্রায় ৫০,০০০ দাস কাজ করত। এদের এতটাই কঠোর শ্রম দিতে হত যে, বহুক্ষেত্রেই খনিতে নিযুক্ত দাস ২৫ বছর বয়স অতিক্রম করার আগেই মারা যেত। জাহাজ নির্মাণকারী কারখানা বা ওয়ার্কশপ (Workshop) গুলিতে নিযুক্ত দাসেদেরও কঠোর পরিশ্রম করতে হত এবং তাদের আয়ুও ছিল বেশ কম। রোমান সাম্রাজ্যে একাধিক

দাসবাজারের অস্তিত্ব ছিল। সেখান থেকে রোমান অভিজাতরা উৎপাদনের বিভিন্ন কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দাস ক্রয় করত। তবে বৃহত্তম দাসবাজার ছিল ইজিয়ান সাগরের ডেলস দ্বীপে অবস্থিত। প্রতিদিন প্রায় ১০ হাজার মানুষের বেচাকেনা সেখানে হত এবং সেখান থেকে দাসেদের ইতালির নানা স্থানে পাঠানো হত।

প্রাচীন রোমের দাসপ্রথার এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল **গ্ল্যাডিয়েটর**। সবচেয়ে উদ্যমী এবং বলিষ্ঠ দাসেদের অস্ত্রবিদ্যায় প্রশিক্ষিত করা হত। গ্ল্যাডিয়েটর কথাটি এসেছিল লাতিন গ্ল্যাডিয়াস (gladious) শব্দ থেকে, যার অর্থ তরবারি। অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত দাসদের নিজেদের মধ্যে লড়াই করে অভিজাত শ্রেণির মনোরঞ্জন করতে হত। এরাই গ্ল্যাডিয়েটর (gladiator) নামে পরিচিত ছিল। যে মঞ্চে গ্ল্যাডিয়েটররা একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত, তাকে বলা হত 'অ্যাম্পিথিয়েটার' (Ampitheatre) অ্যাম্পিথিয়েটারের কেন্দ্রবিন্দু ছিল বালিচাপা একটা জায়গা। এই জায়গাকে বলা হত 'অ্যারেনা' (Arena)। ঠিক অ্যারেনায় দাঁড়িয়ে দুই সশস্ত্র গ্ল্যাডিয়েটর একে অপরের বিরুদ্ধে আমরণ যুদ্ধ করত। একজন যোদ্ধার মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত লড়াই চলত। সবেরই উদ্দেশ্য ছিল একটাই—রোমান 'এলিট' শ্রেণির সদস্যদের মনোরঞ্জন করা। কোনো গ্ল্যাডিয়েটর যদি অভিজাতদের পছন্দমতো যুদ্ধ করতে ব্যর্থ হত, তবে তাকে চাবুক মারা হত বা ধারালো বর্শা দিয়ে আঘাত করা হত। গ্ল্যাডিয়েটরদের পারস্পরিক লড়াই অভিজাতরা পৈশাচিক আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করত। অনেক সময় গ্ল্যাডিয়েটরদের হিংস্র বন্য জন্তুর বিরুদ্ধে লড়ার জন্য অ্যাম্পিথিয়েটারে নামতে হত।

ফুটেল অ্যালিসন (Futell Alison) রচিত *A Source Book on Roman Games* (2006) নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায়—৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ নারী গ্ল্যাডিয়েটরদের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। ৬৬ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট নিরো আর্মেনিয়ার রাজা টাইরিডেট্‌স-এর মনোরঞ্জনের জন্য বেশ কিছু ইথিওপিয়ান নারী ও শিশুকে লড়াই করার জন্য অ্যাম্পিথিয়েটারে নামিয়েছিলেন। যেহেতু সব গ্ল্যাডিয়েটররাই ছিল অস্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী এবং সবল, সেহেতু তারা রোমান রাষ্ট্রের কাছে বিপজ্জনক বলে গণ্য হত। ৭৩-৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সহিংস দাস বিদ্রোহের নায়ক স্পার্টাকাস ছিলেন একজন গ্ল্যাডিয়েটর। রোমের ক্রীতদাস ব্যবস্থার নগ্নতম রূপ সম্ভবত উদ্‌ঘাটিত করেছিল গ্ল্যাডিয়েটর প্রথা। প্রাচীন রোমে গ্ল্যাডিয়েটর প্রথা প্রায় হাজার বছর ধরে চলেছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত গ্ল্যাডিয়েটর ক্রীড়া চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। ৩৮০ খ্রিস্টাব্দে যখন খ্রিস্টধর্ম রোমের রাষ্ট্রধর্মে পরিণত হয়, তারপরই এই অমানবিক মৃত্যুক্রীড়ার অবসান ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনা স্পষ্ট প্রমাণ করে যে রোমের দাসপ্রথা ছিল নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। নিত্য নৈমিত্তিক অত্যাচার ও পীড়নের অভিজ্ঞতা

দাসেদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল। মানুষ হিসাবে তাদের কোনো স্বতন্ত্র পরিচয় বা অস্তিত্ব ছিল না। তবে দাসেরা কিন্তু সবটাই তাদের ভাগ্য হিসাবে মেনে নেয়নি। মুক্তির আকাঙক্ষা সর্বদাই তাদের অনুপ্রাণিত করত। ঐতিহাসিক থিওডর মমসেন (Theodor Mommsen) তাঁর *The History of Rome* গ্রন্থে দাস-মালিক সম্পর্ককে শ্রম ও পুঁজির সংঘাত (Conflict between labour and capital) বলে চিহ্নিত করেছেন। বহু সংখ্যক দাস এই নারকীয় পরিবেশ পরিত্যাগ করে পালিয়ে যেত। পলাতকদের মধ্যে যারা ধরা পড়ত তাদের ভাগ্যে থাকত মৃত্যুদণ্ড। এই অন্যায্য ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল ৭৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। ক্রীতদাস স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাস বিদ্রোহ রোমান রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিমূলে চরম আঘাত করেছিল।

স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে রোমান ইতিহাসের এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে দাসবিদ্রোহ। রোমানরা দাসদের গ্ল্যাডিয়েটরে পরিণত করত। গ্ল্যাডিয়েটরদের কাজ ছিল ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজেদের মধ্যে লড়াই করে রোমান অভিজাতদের মনোরঞ্জন করা। একজন গ্ল্যাডিয়েটরের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত এই লড়াই চলত। রোমান অভিজাতরা এই মৃত্যু উপভোগ করত। কাপুয়া নগরীতে একটি গ্ল্যাডিয়েটর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল। ৭৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্ল্যাডিয়েটররা একটি রাষ্ট্র বিরোধী বিদ্রোহের পরিকল্পনা করে। এই পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ১২ জন গ্ল্যাডিয়েটর প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে পালিয়ে গিয়ে ভিসুভিয়াস পর্বত চূড়ায় আশ্রয় নেয়। এই পলাতক বিদ্রোহীরা স্পার্টাকাসকে তাদের নেতা নির্বাচিত করে। স্পার্টাকাস ছিলেন একজন সাহসী, শক্তিমান ও ধীশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ছিলেন থ্রেস-এর অধিবাসী। রোমানরা তাকে যুদ্ধবন্দি হিসাবে নিয়ে এসে প্রথমে দাসে ও তারপর গ্ল্যাডিয়েটরে পরিণত করে।

অসীম সাহস ও দক্ষ সাংগঠনিক ক্ষমতার মাধ্যমে স্পার্টাকাস বহু সংখ্যক দাস নিয়ে একটি বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে পদাতিক, অশ্বারোহী ও শত্রুপক্ষের সংবাদ সংগ্রহের জন্য গুপ্তচর সবরকম সৈন্যই ছিল। স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন দাস বাহিনীর আক্রমণ রোমান অভিজাতদের আতঙ্ক বাড়িয়ে তোলে। প্রাথমিক পর্বে দাস বাহিনীর সাফল্য রোমের সম্পদশালী মানুষদের সন্ত্রস্ত করেছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য রোমান রাষ্ট্র ধনী ব্যক্তি মার্কাস লিসিনিয়াস ক্রাসাস (Marcus Licinius Crassus)-কে সেনাপতি নিযুক্ত করে। যুদ্ধে ক্রাসাসের বাহিনী স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন দাস বাহিনীর হাতে পরাজিত হয়। দাস বিদ্রোহর উগ্রতা রোমান বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ

করে দেয়। ক্রাসাসের অভয়বাণী উপেক্ষা করে রোমান সৈন্যরা পালাতে থাকে। বিদ্রোহীরা রোম অবরোধ করে দক্ষিণ ইতালির দিকে অগ্রসর হয়। একদল জলদস্যু অর্থের বিনিময়ে বিদ্রোহীদের সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে। স্পার্টাকাসের উদ্দেশ্য ছিল সিসিলি গিয়ে সেখানকার দাসদের তার বাহিনীতে শামিল করা। কিন্তু খুব নিকটে গিয়েও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহী বাহিনীর পক্ষে সিসিলি পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

রোমানদের সঙ্গে দাসেদের শেষ যুদ্ধ হয় ৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। স্পার্টাকাস দুজন রোমান সৈন্যাধ্যক্ষকে হত্যা করেন। কিন্তু তিনিও পায়ে আঘাত পান। এই অবস্থাতেও স্পার্টাকাস যুদ্ধ চালিয়ে যান। রোমানরা তাকে জীবিত বন্দি করতে চেয়েছিল। কিন্তু তারা ব্যর্থ হয়। বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্পার্টাকাসের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্পার্টাকাসের মৃত্যু দাস অভ্যুত্থানকে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ করে দেয়। চরম নিষ্ঠুরতা চালিয়ে রোমান প্রজাতন্ত্র দাস অভ্যুত্থান দমন করে। যে সমস্ত দাস বিদ্রোহী বেঁচে ছিলেন, সেনানায়ক পম্পেই-এর বাহিনী তাদের জীবিত অবস্থায় হত্যা করে। কাপুয়া থেকে রোম পর্যন্ত বিস্তৃত রাস্তার ধারে ৬০০০ বিদ্রোহী দাসেদের মৃতদেহ ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অমানবিক নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করে দাস বিদ্রোহ দমন করা হয়েছিল বটে, কিন্তু স্পার্টাকাসের নেতৃত্বাধীন এই অভ্যুত্থান রোমান ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বড়োসড়ো প্রশ্ন তুলে দিয়েছিল এবং দাসভিত্তিক রোমান সমাজের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছিল। মার্কিন লেখক হাওয়ার্ড ফাস্ট (Howard Fast) রচিত *Spartacus* উপন্যাসে এই দাস বিদ্রোহের এক চমৎকার আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে।